বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী।
চলতি অর্থ বছরে উদ্ভাবনী ধারণা ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ের তথ্য প্রেরণ।

ক্র: নং	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবনের ছবি	মন্তব্য
	অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ১৮ মাসের অভোগ্য অর্জিত ছুটি নগদায়ন (লামগ্র্যান্ড) অর্থ এবং গ্রাচ্যুইটির অর্থ পরিশোধের সেবা সহজিকরণ	পেনশন/গ্রাচ্যুইটির অর্থ প্রদানে সহজিকরণের বিষয়ে সরকারি নির্দেশনা রয়েছে, কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, জোন/রিজিওন কার্যালয়গুলোতে গ্রাচ্যুইটির অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ প্রেরণ করার পর এক থেকে দুই মাস পর্যন্ত দেরি করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে। তাতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বিড়ম্বনার স্বীকার হচ্ছেন। এজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর লামগ্র্যান্ড/গ্রাচ্যুইটির অর্থ যদি সরাসরি উক্ত ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করা যায় তাহলে একদিকে যেমন ভোগান্তি কমবে, তেমনি কাজের স্বচ্ছতাও বাড়বে। এছাড়া সেবা সহজিকরণের যে শর্ত সময় ভিজিট এবং ব্যয় কমবে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী লামগ্র্যান্ড/গ্রাচ্যুইটির অর্থ (না দাবী প্রত্যয়ন পত্র মোতাবেক নিরীক্ষা আপত্তি ও অন্যান্য পাওনা আদায়/সমন্বয় পূর্বক) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন ভোগান্তি ছাড়াই তার নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে সরাসরি পরিশোধের জন্য জমা হবে। ফলে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের প্রাপ্য অর্থ অতি সহজেই গ্রহণ করতে পারবেন। আগের মত আর দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না।	এতে অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কোন আর্থিক বিড়ম্বনার সম্মুখিন হবে না। (২) P.R.L গমনের পূর্বে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার ব্যাংক হিসাবে সরকারি লামগ্র্যান্ডের অর্থ পরিশোধ করা যাবে। (৩) গ্রাচ্যুইটির অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ করা যাবে। ফলে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সকল প্রকার বিড়ম্বনা হতে অব্যাহতি পাবেন এবং অতি দ্রুততার সাথে সংশ্লিষ্টদের পাওনাদি পরিশোধ হবে এবং গ্রাচ্যুইটি প্রদানের বিষয়টি অতি সহজতর হবে।		

উদ্ভাবকের নাম:
জনাব মো: আব্দুর রশীদ
প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

ক্রমিক নং	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবনের ছবি	মন্তব্য
১।	টিস্যু কালচার প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তুঁত চারা উৎপাদন	বর্তমানে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডে প্রতি বছরে রেশম বীজাগারে প্রচলিত পদ্ধতিতে তুঁত কাটিংস রোপণ করে বছরে ১ বার তুঁতচারা উৎপাদন করা হয়ে থাকে। কিন্তু টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে ল্যাবরেটরী হতে সারা বছর (প্রতিমাসে) তুঁতচারা উৎপাদন করা সম্ভব। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে রোগমুক্ত তুঁতচারা উৎপাদন করা সম্ভব।এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তুঁতচারা হাইবুশ আকারে ফারমিং পদ্ধতিতে উদ্যোক্তাদের নিজস্ব জমিতে রোপণ করা হবে। ফলে তুঁত চারার গুনগত মান উন্নিত হবে।	এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে সারা বছর রোগমুক্ত তুঁতচারা উৎপাদন করা সম্ভব। এর ফলে সময় সাশ্রয় হবে, তুঁত চারার উৎপাদন খরচ কম হবে এবং ভিজিট কম লাগবে।		

উদ্ভাবকের নাম

জনাব মোঃ সিরাজুর রহমান
উপ প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা(বীজাগার)
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

ক্রঃ নং	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	**উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা**	উদ্ভাবনের ছবি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	রাজশাহী রেশম কারখানার পণ্য ম্যানেজমেন্ট সেবা সহজিকরণ	রাজশাহী রেশম কারখানা চালু হওয়ায় কারখানায় উৎপাদিত পণ্য মজুদ, বিক্রয়, বিক্রয়কৃত অর্থের হিসাব সংক্রান্ত “রাজশাহী রেশম কারখানার পণ্য ম্যানেজমেন্ট সেবা সহজিকরণ” শীর্ষক উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ধারণা বাস্তবায়ন করা হলে কারখানার হিসাবের স্বচ্ছতা থাকবে।	উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করা হলে রাজশাহী রেশম কারখানার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়, মজুদ, বিক্রয়কৃত অর্থের হিসাব অনলাইন ভিত্তিক করা সম্ভব হবে। এছাড়াও দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক হিসাবসহ সকল তথ্যাদি তাৎক্ষণিক জানা যাবে এবং সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।		

উদ্ভাবকের নাম:

জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ

উৎপাদন কর্মকর্তা

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।

ক্রঃ নং	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবনের ছবি	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১	রেশম চাষি ও কর্মকর্তাদের সাথে পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদান সর্ম্পকিত এ্যাপস	বর্তমান যুগ যোগাযোগের। যোগাযোগ প্রক্রিয়া যত সহজ হবে তথ্য আদান প্রদান আরও সহজতর হবে। সেইসাথে প্রশাসনিক ও সেবা সংক্রান্ত কাজ খুব সহজেই করা যাবে। বর্তমানে ম্যানুয়ালি যোগাযোগ প্রক্রিয়া থাকায় এবং সেগুলো বিচ্ছিন্নভাবে থাকায় প্রশাসনিক কাজে যেমন সমস্যা হয়, সময় বেশি খরচ হয় এমনকি অনেক সময় ভিজিটও করতে হয়। এছাড়া বর্তমান প্রক্রিয়ায় রেশম চাষিরা তুঁতচারা বা পলুপোকার সমস্যা হলে সহজেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে সক্ষম হন না। তবে এই এ্যাপসটি তৈরি করতে পারলে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, সাধারণ মানুষ, রেশম চাষিসহ প্রতিষ্ঠানের সকলে এতে উপকৃত হবে। সহজে সকলে তথ্য আদান প্রদান করতে পারবে। বিশেষ করে রেশম চাষিরা তাদের রেশম চাষ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যসহ তাদের প্রয়োজনে কারিগরি সেবা সহজেই পাবে। এতে অভ্যন্তরীণ সেবা ও সাধারণ মানুষের সেবা প্রাপ্তি অনেক সহজতর হবে।	এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা যদি বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং রেশম চাষিদের নাম ও মোবাইল নম্বর একত্রে একটি এ্যাপস তৈরি করতে পারি তাহলে সহজে সকলে তথ্য আদান প্রদান করতে পারবে। বিশেষ করে, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, সাধারণ মানুষ এমনকি রেশম চাষিরা তাদের প্রয়োজনে রেশম চাষ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যসহ কারিগরি সেবা সহজেই পাবে। এতে অভ্যন্তরীণ সেবা ও সাধারণ মানুষের সেবা প্রাপ্তি অনেক সহজতর হবে।		

উদ্ভাবকের নাম:

জনাব সুমন ঠাকুর
জনসংযোগ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড,রাজশাহী।

ক্র: নং	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবনের ছবি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	সেরিকালচার বর্ষপঞ্জিকা	পঞ্জিকায় তুঁতচারা রোপণ, তুঁতগাছ প্রুনিং, পলুপালন সিডিউলসহ রেশম চাষ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী ছবি ও তথ্যসহ পঞ্জিকায় প্রদর্শন করা হবে।	বর্ষপঞ্জিকা সকল বসনী, চাষী ও কার্যালয়ে সরবরাহের ফলে সকলেই জানতে পারবে কোন সময়ে ও কোন তারিখে রেশম চাষে কোন কাজ কখন করতে হবে। এর ফলে স্বল্প শিক্ষিত চাষী/বসনী পঞ্জিকা দেখে সময়মত তাঁর কাজ সম্পাদন করার ব্যাপারে সচেতন থাকতে পারবে।		২০২০-২১ অর্থ বছর সেরিকালচার বর্ষ পঞ্জিকা ছাপা ও সরবরাহ করা হবে।

উদ্ভাবকের নাম:

জনাব মো: রেজাউল করিম
ম্যানেজার(সম্প্র:)
রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, সৈয়দপুর